ঝিনাইদহ ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মচারী নিয়োগে ঘুষ বাণিজ্য

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩জন ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারি নিয়োগকে কেন্দ্র করে ঘুষ বাণিজ্য ও দূর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এরই মধ্যে নিয়োগ স্থগিতের জন্য জেলা প্রশাসক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, ডিজির প্রতিনিধি, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করেছেন কুমড়াবাড়ীয়া ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ধোপাবিলা গ্রামের বাসিন্দা আশরাফুল ইসলাম এবং ইউপি সদস্য ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সদস্য জামাল হোসেন।
লিখিত অভিযোগে বলা হয়, অভিভাবক ও গ্রামবাসীর মধ্যে রক্তক্ষয়ি সংঘর্ষের আশংকা প্রকাশ রয়েছে। এরই মধ্যে নিয়োগ বাণিজ্যের প্রতিবাদ করায় জামাল হোসেনকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।
তবে এসব অভিযোগ অস্বীকার করে বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে। আবেদনকারীদের মধ্য থেকে পরিক্ষায় উর্ত্তীন প্রার্থীদের নিয়োগ দেওয়া হবে।
আশরাফুল ইসলাম ও জামাল হোসেন উভয়ই নিয়োগকে কেন্দ্র করে অভিভাবক ও গ্রামবাসীর মধ্যে সংঘর্ষের আশংকা রয়েছে বলে লিখিত অভিযোগে উল্লেখ করেন। এছাড়া চলতি বছরের ১৮অক্টোবর ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হবার কথা । যশোর শিক্ষাবোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বর্তমান বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ শেষ হবার ১৮০দিন পূর্বে এডহক কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কিন্তু কমিটি গঠন প্রক্রিয়া শুরু না করে, ম্যানেজিং কমিটির মেয়াদ ২৮দিন থাকা অবস্থায় ধোপাবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি, প্রধান শিক্ষক, এবং কয়েকজন সদস্যের যোগসাজশে অনিয়ম ও দূর্নীতি করার লক্ষ্যে চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর পত্রিকায় ৪র্থ শ্রেণীর ৩জন কর্মচারির নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এর মধ্যে একজন নিরাপত্তাকর্মী, একজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী এবং একজন আয়া। এমতাবস্থায় করোনাকালীন মহামারীতে নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করে, পরবর্তীতে স্বচ্ছ, সুষ্ঠু, সুন্দর ও নিরপেক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান। অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) তসলিমা

খাতুন বলেন, নিয়োগ সম্পর্কে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ডিজির প্রতিনিধিকে বলা হয়েছে। এবিষয়ে ডিজির প্রতিনিধি ও ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা লক্ষী রানী পোর্দ্দোর জানান, এ ঘটনায় আমি একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে গাছ কর্তন

ঝিনাইদহে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক কৃষকের বাগানের গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে।
বুধবার রাতে সদর উপজেলার উদয়পুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ওই শফিয়ার রহমান বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর গ্রামের পৈত্রিক সুত্রে পাওয়া পবহাটি মৌজায় ৪ শতক জমি ভোগদখল করে আসছে। হঠাৎ করে গত ৬ মাস পুর্বে একই গ্রামের রুহুল বিশ্বাস, ফয়েজ আলী জমি নিজেদের দাবী করে। এ ঘটনায় ঝিনাইদহ আদালতে মামলা চলছে। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে রুহুল বিশ্বাস, ফয়েজ আলী, সাচ্চু বিশ্বাস, বাচ্চু বিশ্বাসসহ কয়েকজন বিরোধপুর্ণ ওই জমি দখলের চেষ্টা করে। খবর পেয়ে শফিয়ার ও তার ভাই আতিয়ার রহমান পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। পরে স্থানীয় মাতব্বরদের খবর দিলে পরবর্তীতে মামলা নিষ্পত্তি বা আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করে হবে বলে মাতব্ববরা রায় দেয়। বিষয়টি তখন মিটে গেলেও রাতে আঁধারে বিরোধপুর্ণ ওই জমির ২৩ টি মেহগনি গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। শফিয়ার রহমান অভিযোগ করে বলেন, যেহেতু ওরা জমি দখল করার চেষ্টা করেছে। ওরাই ওই জমির গাছ কেটে দিয়েছে। আমি এর বিচার চায়।
এ ব্যাপারে অভিযুক্ত ফয়েজ আলী, ওই জমিটি বিরোধপুর্ন। জমিটির নামপত্তন, দলিলসহ সব কাগজপত্র রুহুল আমিনের নামে। পাশের একটি জমি আমরা ভোগদখল করেছিলাম। আর ওই জমি ওরা ভোগদখল করছিল। এখন ওরা নতুন করে জালিয়াতি করে রেকর্ড করে নিয়েছে। এই নিয়ে ঝামেলা চলছে। রাঁতের আধাঁরে কে বা কারা গাছ কাটছে আমরা তা বলতে পারব না। ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি শেখ মো: সোহেল রানা বলেন, গাছ কাটার

বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছে। তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ উপলক্ষে এডভোকেসী সভা

জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ উপলক্ষে ঝিনাইদহে এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে সিভিল সার্জনের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ।
সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তাসলিমা খাতুন, প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার জাহাঙ্গীর আলম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: রাশেদ আল মামুন, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা: শামীম কবির, সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহমানসহ অন্যান্যরা।
এসময় জানানো হয়, আগামী ৩০ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর পর্যন্ত কৃমি নিয়ন্ত্রন সপ্তাহ। এ সপ্তাহে জেলার ১৮’শ ৪ টি মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪ লাখ ৪৮ হাজার ৯’শ ৭১ জন শিক্ষার্থীকে কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়ানো হবে।
অপরদিকে একই স্থানে ২৩ থেকে ২৯ অক্টোবর ক্ষুদে ডাক্তারর কর্তৃক স্বাস্থ্য পরীক্ষা উপলক্ষে এডভোকেসী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় শিক্ষার্থীরা কিভাবে অন্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে তা নিয়ে উপজেলা থেকে আগত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হয়।

ঝিনাইদহে পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না বাজার ও মহেশপুর উপজেলার চড়কতলায় পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় ২ জন নিহত ও ৪ জন আহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টা ও সকাল সাড়ে ৭ টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলো-কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রামের জাফর মোল্লার ছেলে ফজলু মোল্লা (৫০) ও সাতক্ষীরার শ্যামনগর গ্রামের নিতাই মন্ডলের ছেলে দেবদাস মন্ডল (৩৫)।
গান্না বাজারের ব্যবসায়ী রেজাউল ইসলাম জানান, সকালে কোটচাঁদপুর উপজেলার তালসার গ্রাম কয়েকজন দিনমজুর আলমসাধু যোগে কালীগঞ্জের দিকে যাচ্ছিল। পথে গান্না বাজারের পুর্বপাশে পৌঁছালে মেহেরপুর থেকে খুলনাগানী আর এ পরিবহণের একটি বাস পিছন দিক থেকে আলমসাধুটিকে ধাক্কা দেয়। এতে রাস্তায় ছিটকে পড়ে ফজলু মোল্লা ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। আহত হয় আরও ৪ জন। তাদের উদ্ধার করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা: রমিজ উদ্দিন তপু বলেন, সকালে নজু মন্ডল, মতিয়ার মোল্লা, নুর নবি ও জিল্লর রহমান নামে ৫ জন রোগী সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদের মধ্যে নজু মন্ডলের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে। অপরদিকে মহেশপুর থানার এএস আই হাবিব জানান, সকাল ৬ টার দিকে মহেশপুর শহর থেকে ব্র্যাক এনজিও কর্মী মোটরসাইকেলে করে চড়ক তলার দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চড়ক তলা মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে একটি ট্রাক মোটর সাইকেল টিকে ধাক্কা দেয়। ট্রাকের ধাক্কায় দেবদাস মন্ডল রাস্তায় ছিটকে পড়লে ট্রাকটি তাকে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে ভিক্ষুকদের মাঝে ছাগল বিতরণ

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে পুনর্বাসনের লক্ষে ভিক্ষুকদের মাঝে ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। সমাজ কল্যান মন্ত্রণালয়ের ‘ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির’ আওতায় উপজেলার আটজন ভিক্ষুকের মাঝে এই ছাগল দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলা পরিষদ চত্তরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভিক্ষুকদের হাতে ছাগল তুলে দেন উপজেলা চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর হোসাইন ও ইউএনও সৈয়দা নাফিস সুলতানা। ছাগল ছাড়াও তাদেরকে খাদ্যসামগ্রী ও নগদ অর্থ দেওয়া হয়।
এ সময় উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা শিউলি রাণী উপস্থিত ছিলেন।

হরিণাকুণ্ডুতে কৃষকের স্বপ্ন পুড়িয়ে দিলো দূর্বৃত্তরা

পল্লীর কৃষক মোঃ নূর ইসলাম।নিজের ঘরের চালের ভাত খাবেন,এমনটাই স্বপ্ন নিয়ে ২৪ শতক জমিতে রোপন করেছিলেন নিপিয়া ঘাসের চারা।বিধাতার লিখন না যায় খণ্ডানো। রাতের আঁধারে কে যেন ক্ষতিকারক কীটনাশক ছিটিয়ে ঘাসগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে।বুধবার (১৩ অক্টোবর) সকালে হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পৌর সভার ২ নং ওয়ার্ডের পার্বতীপুর গ্রামের দক্ষিণ পাড়াতে গিয়ে এমনই দেখা গেছে। এহেন পরিস্থিতিতে চরম হতাশা এবং দুশ্চিন্তায় পড়েছেন প্রান্তিক কৃষক মোঃ নূর ইসলাম।

জানাগেছে, অসহায় ক্ষতিগ্রস্থ এই পল্লীর প্রান্তিক কৃষক নূর ইসলাম ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার পার্বতীপুর গ্রামের মুনসাদ আলী মণ্ডলের ছেলে। হতভাগা চব্বিশ শতক জমিতে এই নিপিয়া ঘাস রোপন করেছিলেন। বুকভরা আশা নিয়ে ছাগল,গরু,হাস মুরগী বিক্রি করে যা আসে তা দিয়ে এই ঘাস আবাদ করেন। এই ঘাস বিক্রি করে তার নিজ পরিবারের খাবারের চাহিদা মেটানো হয়। এখানেই শেষ নয় এই পল্লীর কৃষক নূর

ইসলামের সোনালী স্বপ্নের আসায় বৃহত্তর পরিষরে চাষ করার জন্য এনজিও থেকেও ঋণ নিয়েও ঘাস চাষ করেন।

চারা রোপণ করার দেড় মাস পরেই রোপণ করা ক্ষেতটি সম্প্রতি গাঢ় সবুজে রুপান্তর হয়েছিল। এবছর ব্যপক লাভের আশা দেখছিলেন কৃষক নূর ইসলাম। রাতের আঁধারে কে বা কারা এই ক্ষেতে ক্ষতিকারক কীটনাশক ছিটিয়ে পুড়িয়ে দেয়। যাতে করে ৫০ থেকে ৫৫ হাজার টাকার ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয় তার।

হরিণাকুণ্ডু পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি সরোয়ার হোসেন “দৈনিক ডেল্টা টাইমস্”-কে জানান, নূর ইসলাম ভাই খুব ভালো মানুষ। গভির রাতে দূর্বৃত্তরা তার জমির সমস্ত ঘাস ক্ষতিকারক কীটনাশক দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। আমি এহেন ঘটনার সুষ্ঠ্যু বিচার চাই এবং জড়িতদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দ্বাবী করছি।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক বলেন,আমি গরিব মানুষ আমার কারোর সাথে দ্বন্দ নেই। এই নিপিয়া ঘাস চাষে বর্তমানে আমার প্রায় ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। এই টাকা হাস,মুরগী বিক্রি করা ও এনজিও থেকে ঋণ নেয়া। রোপণকৃত ২৪ শতক জমি থেকে প্রায় ৫০-৫৫ হাজার টাকা আয় হতো। তিনি আরও বলেন, আমি এখন পথে বসে গেছি। নিজে খাবো কি আর ছেলে মেয়েকে খাওয়াবো কি? এভাবেই কান্নায় ভেংগে পড়ে কৃষক নূর ইসলাম। তাছাড়া কারা এই ঘাস ক্ষেত পুড়িয়ে ফেলেছে,তা ধারণা করতে পারছি না। এ ব্যাপারে আমি ইতিমধ্যে আইনের আশ্রয় নিয়েছি।
ঘটনাটি আমি শুনেছি যা দুঃখজনক। বিষয়টি হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার অবগত আছেন বলেও জানান হরিণাকুণ্ডু পৌর মেয়র মোঃ ফারুক হোসেন। এদিকে হরিণাকুণ্ডু থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি আব্দুর রহিম মোল্লা অভিযোগের ঘটনা স্বীকার করে তিনি বলেন এ ঘটনায় থানায় একটি অভিযোগ এসেছে, তদন্ত সাপেক্ষ বিষয়টা ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

সবুজে বেষ্টিত অপার সম্ভাবনা

হরিণাকুণ্ডু

ধান আর পান হরিণাকুণ্ডুর প্রাণ। কথায় আছে মাছে ভাতে বাঙ্গালী। লাল সবুজের বুকে বেড়ে উঠা সবুজের সমারহ। নান্দনিকতায় বিস্তীর্ণ্য সোনালী সবুজে বেষ্টিত এ উপজেলা। আরও আছে হাওড় বাওড় নদী নালার লালনের চরণ ভূমি। বলছি লতায় ডগায় মুড়ানো প্রাচুর্যে ভরপুর সমৃদ্ধ শ্যামলী শস্য ভাণ্ডার ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার কথা। এই উপজেলাটি বাংলাদেশের তৎকালীন রাজধানী মুজিবনগরের পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা জেলার নিকটবর্তি ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা। এই জনপদে অঞ্চলিক ভাষাভাষী আর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের এক অপুর্ব সূতিকাগার। প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতায় সিক্ত এই এলাকার জনজীবনও তেমনই সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আবেগী মমতায় ভরপুর। বলাই বাহুল্য হরিণাকুণ্ডুর প্রকৃতি এক জীবন্তু জাদুঘর। বাঘাযতীন, লালনশাহের জনপদে আছে ধান পান মাছ এবং হাওড় বাওড় যেন পুরা বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি। পর্যাটনে বিপুল সম্ভাবনার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা। এ উপজেলার অনেক স্থানে অনাদরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক দর্শণীয় স্থান।

তাই হাটি হাটি পা পা করে এসব দৃশ্যেরিই দেখা মিলবে যদি যান দেশের দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের জনপদ হরিণাকুণ্ডুতে। এছাড়াও এ এলাকার দর্শণীয় স্থানগুলোর মধ্যে মরমী কবি বাউল লালনশাহ এর শৈশবে কাটানো সেই বসতভিটা। উপজেলার সোনাতনপুর, কাপাশহাটীয়া,চাঁদপুর, নারায়নকান্দী বাওড় এখন বছরের যে কোনো সময়ে আনন্দ ভ্রমণ, পিকনিক বা বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন নিয়ে বেড়ানোর এক মনোমুগ্ধকর স্থান। তবে এখনো অচেনা এই সম্ভাবনাময় জনপদটি জনগনের কাছে অজানায় রয়ে গেছে।এখানে আসলেই দেখতে পাবেন আঁকাবাঁকা মেঠো পথে প্রান্তরে সবুজের সমারোহ নাকের ডগায় এসে লুটোপুটি খাবে সবুজ পাতার নির্মল সু-গন্ধ। মূহুর্তেই স্বতেজ করে তুলবে এই জনপদের সুবাস।বিমোহিত হয়ে হারিয়ে যাবেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্যে।

ছবির মতো এই মনোরম দৃশ্যে আপনাকে বিলিয়ে দেবে এক নৈস্বর্গিক স্বপ্নঘোরে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাওড়, বাওড়, নীলকুঠী, বাঘাযতীনের বসতভিটা,লালনভূমি, সিরাজ সাইর মাজার, ফকির মাহমুদ বিশ্বাসের মাজার বাগান বাড়ি, পাঞ্জু শাহের মাজার আরও আকর্ষণীয়ভাবে পর্যাটকদের জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। স্থানীয় বাসিন্দা ও সাংবাদিক হরিণাকুণ্ডু প্রসক্লাবের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান (বাদল) জানান, বলাই বাহুল্য যে, অপরুপ সৌন্দর্যময় লিলা ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে এলোমেলো দর্শণীয় স্থান

সমূহ । চমৎকার দৃষ্টি নন্দনী দেখতে আসলে চোখ জুড়িয়ে যাবে।

যেমন খ্যাতি বাড়বে এই উপজেলার, তেমনই বাড়বে বৈদেশিক মুদ্রার।হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দা নাফিস সুলতানা “গণমাধ্যমকে জানান, হরিণাকুণ্ডুতে বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যাক্তিদের চারণভূমি। এছাড়া এখানে ধান, পান, কলাসহ, দৃষ্টি নন্দন প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ বেষ্টিত বাওড় আছে।আরও আছে মনমুগদ্ধকর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা। হরিণাকুণ্ডু উপজেলা পর্যাটনের জন্য ভালো একটি স্পট।সেলক্ষ্যে উপজেলা প্রশাসন কাজ করে যাচ্ছে।ইতিমধ্যে বিপ্লবী বাঘাযতীনের ম্যুরাল স্থাপিত হয়েছে।সেখানে একটি একাডেমীক ভবন সহ লাইব্রেরী এবং জাদুঘর তৈরির করার কাজ নিকটেই শুরু করতে যাচ্ছি।

কোটচাঁদপুরে নিটল টাটার “বন্ধু সুরক্ষা” মতবিনিময়

“সাবধানে গাড়ি চালান, একটি দূর্ঘটনা সারা জীবনের কান্না” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সতর্কতার সাথে ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে নিটল টাটার ‘বন্ধু সুরক্ষা’ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে নিটল মটরস ও অলিভ মটরসের আয়োজনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাটার স্থানীয় পরিবেশক অলিভ মটরস এর কর্নধর মনিরুদ্দোজা রিপনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, টাটা মটরসের প্রডাক্ট প্রেসিডেন্ট আসিফ ইকবাল। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, এরিয়া প্রেসিডেন্ট (সাউথ বেঙ্গল) মোঃ মিজানুর রহমান, এরিয়া সেলস ম্যানেজার (ঝিনাইদহ) এ.এস.এম আসাদুর রহমান সুজন, সহকারী সেলস ম্যানেজার মোঃ রবিউল ইসলাম প্রমূখ। এসময় বিভিন্ন এলাকার টাটা মটরসের ক্রেতা ও সেবা গ্রহীতারা উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় শেষে ক্রেতা সাধারণের মধ্যে র্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহে দুঃস্থ মহিলাদের আয়বর্ধক ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন

ঝিনাইদহে দুঃস্থ মহিলাদের ৩দিনব্যাপী আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সকালে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক এর কার্যালয়ে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে দুঃস্থ মহিলা উন্নয়ন ভিজিডি কর্মসুচি আওতায় আয়বর্ধক ৩দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়।
এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নিলুফার রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান।এসময় উপস্থিত ছিলেন সবুজ কল্যান সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দুল্লাহ, এসডাপ এর নির্বাহী পরিচালক মিজানুর রহমান, উষা সমাজ কল্যান সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আব্দূল হান্নান, এইড ফাউন্ডেশন এর প্রতিনিধি জিহাদুল ইসলাম প্রমূখ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহিলা বিষয়ক উপ-পরিচালক এর কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার খন্দকার শরীফা আক্তার। আলোচনা শেষে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক মোঃ মজিবর রহমান ৩দিনব্যাপী প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষনা করেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ঝিনাইদহের উপ-পরিচালক এর কার্যালয়ের আয়োজনে এইড ফাউন্ডেশন,এসডাপ, উষা সমাজ কল্যান সংস্থা এবং সবুজ কল্যান সংস্থার সহযোগিতায় প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ৪০ জন মাঠকর্মি অংশগ্রহন গ্রহন করেন।

ঝিনাইদহে ১০ বছরের স্কুল ছাত্রীর মৃত্যু নিয়ে নানার বিরুদ্ধে বাবার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামে থেকে ২য় শ্রেনীর স্কুল ছাত্রী রানী খাতুন (১০)’র মৃত্যু নিয়ে নানার বিরুদ্ধে বাবার সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। শিশুটির বাবার বাড়ির লোকজন বলছেন মারধরের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। আর নানার বাড়ির লোকজন বলছে তার মৃত্যু জ্বরের কারণে হয়েছে।
জানা যায়, ২০০৯ সালে শহরের কানঞ্চনপুর গ্রামের আব্দুর রাকিবের সাথে সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামের ইলিয়াস কাজীর মেয়ে ঝর্না খাতুনের বিয়ে হয়। ২০১৪ সালে পারিবারিক কলহের কারণে তাদের বৈবাহিত সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়। এরপর থেকে রানীর মা তার বাবার বাড়ীতে থাকতো। শিশু রানী বাবা ও নানার বাড়িতে আসা যাওয়া করত। গত ১০ অক্টোবর বাবার বাড়ী থেকে জ্বর নিয়ে চুটলিয়া গ্রামে তার নানার বাড়ীতে আসে রানী।
শিশুটির মা ঝর্ণা খাতুন বলেন, রাত ১০ টার দিকে ওর গায়ে জ্বর ছিল। আমি কম্বল গায়ে জড়িয়ে দিয়েছিলাম। রানী টিভি দেখছিল । আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ২ টার দিকে উঠে দেখি ও বিছানায় নেই। পরে আমার বাবাকে ডেকে বাইরে বের হলে দেখি বাথরুমের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।
নানা ইলিয়াস কাজী জানান, আমি ওকে ঘাড়ে তোলার পর ২ টি ঝাকি দিলে। তারপর দেখি সে মারা গেছে। ওর গায়ে খুব জ্বর ছিল।
এদিকে শিশুটির পিতা আব্দুর রাকিব অভিযোগ করে বলেন, আমার মেয়েকে মারধর করেছে। মারধরের কারণেই ও মারা গেছে। জ্বর হলে কেউ কি মারা যায় ।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোঃ সোহেল রানা বলেন, খবর পেয়ে মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। তবে কি কারণে তার মৃত্য হয়েছে ময়না তদন্ত ছাড়া এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না।